তারিখ ...10 JUL 2008

বদলে গেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বাকৃবি প্রতিনিধি

সকাল ৯টায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি প্রকৌশল ভবন, জিমনেশিয়াম, নিরাপত্তা শাখা, হোয়াইট হাউস (কোষাধ্যক্ষ ভবন) অথবা পোল্ট্রি ফার্ম, ডেয়রি ফার্ম কিংবা প্রশাসন ভবনের বিভিন্ন অফিস কার্যালয়ে গেলে দেখবেন প্রতিটি চেয়ার টেবিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী আপন মনে কাজ করছেন। টেবিলের ওপর জমা হয়ে নেই ফাইলের পাহাড়। নেই কোনো অযথা চেঁচামেচি বা আড্ডা। দেখে মনে হবে অফিসের পিক পিরিয়ডে আপনি এসেছেন। হ্যাঁ এরকম চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন এসেছে বাকৃবির অফিস কার্যালয়গুলোয়। এ বছরের ২১ মে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির পর প্রফেসর ড. মোঃ আখতার হোসেন গত দেড় মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শাখায় কঠোর নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা তৈরির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বাকৃবি ভিসি প্রফেসর ড. মোঃ আখতার হোসেন গত দেড় মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি অফিস কার্যালয়ে কাউকে না জানিয়ে গিয়েছেন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা ১১টার মধ্যে। দু'একজন ছাড়া অফিসে আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যেতো না অফিসে। ড. হোসেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনিয়মিত স্টাফদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার নোটিশ দিতেই বদলে গেছে অফিসের চেহারা। প্রকৃতি কন্যা খ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপও নিয়েছেন ড. হোসেন। ক্যাম্পাসে পা দিলেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সবুজ গালিচা আপনাকে টানবে। পর্যটকদের জন্য সাজানো হচ্ছে ব্রহ্মপুত্রের পাড়, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ভেতরের স্পটগুলো। ধারাবাহিক বৃক্ষরোপণ অভিযানও হাতে নেয়া হয়েছে। মাদকাসক্ত বহিরাগতদের আনাগোনা ও অযথা আড্ডা প্রতিহত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার, মরণসাগর (স্বাধীনতা শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ), বিজয় ৭১ (মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্য) এর পবিত্রতা রক্ষায় জুতা নিয়ে এর ওপরে ওঠা এবং আড্ডা দেয়া বন্ধ হয়েছে। ড. হোসেন ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক মুভমেন্ট বাড়ানোর জন্য প্রতিটি সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে উৎসাহ দিচ্ছেন। এখন তাই প্রায় প্রতিদিনই ক্যাম্পাসে কোনো না কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছেই। এ ব্যাপারে ড. হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার পূর্বশর্ত হলো তাদের শুদ্ধ এবং জোরদার সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে নিয়ে আসা। টিএসসি তাই এখন জমজমাট। বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়টি কনস্ট্রাকশনের কাজ এগোচ্ছে দ্রুত। নতুন ছাত্রী হল, নতুন প্রশাসন ভবন, এগ্রিবিজনেস ইন্সটিটিউট, পিএইচডি ডরমেটরি, হর্টিকালচার ভবন ইত্যাদির কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। বিল পরিশোধেও নেই কোনো জটিলতা। তবে স্থাপনাগুলোর গুণগতমান যাচাই করেই বিল দেয়া হচ্ছে বলে কন্ট্রাক্টররা তাই খুশি মনেই কাজ করছেন। এর পাশাপাশি চলছে ৪৮তম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে আগাম প্রস্তুতি। সবদিক বিবেচনা করলে সময়ের প্রেক্ষিতে বাকৃবির সার্বিক পরিবর্তন চোখে পড়ারমতো। এ বিষয়ে বাকৃবি ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ আখতার হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শাখায় নিরপেক্ষ নজরদারি রেখে সবকিছুকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্রিয়ার মাঝে এনে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড জোরদার ও গতিশীল করার প্রাণান্ত চেষ্টা করছেন তিনি। সার্বিক দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন আনতে দেড় মাস খুবই কম সময়। সময়ের সঙ্গে সাফল্যমণ্ডিত পরিবর্তন আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ড. হোসেন।

উপাচার্য ড. মোঃ আখতার হোসেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার পুর্বশর্ত হলো তাদের শুদ্ধ এবং জোরদার সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে নিয়ে আসা